যুগান্তর

তারিখ 27 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড ভবন মাদকসেবীদের অভয়ারণ্য

রাজশাহী ব্যুরো

রাজশাহী শিক্ষাবোর্ড ভবন মাদকসেবীদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। বোর্ডের চারটি ভবনের টয়লেট, গেস্টহাউস, সিঁড়ি, ভবনের পেছনের নির্জন স্থান, কর্মচারী ইউনিয়নের চিত্তবিনোদন কক্ষ, ভাণ্ডার ভবনের বারান্দা এবং ভবনগুলোর ছাদে সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত চলছে মাদকসেবন।

ভবনগুলোর প্রত্যেকটি টয়লেটে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে ফেনসিডিলের খালি বোতল, ইয়াবাসেবনের পাইপ, কোমল পানির বোতল, সিগারেটের রাং, প্যাথেডিন নেয়ার জন্য ইনজেকশনের সিরিঞ্জ, গাঁজার ছোট ছোট পাতা ও ডাল, সিগারেটের মশলাসহ প্যাকেট।

অভিযোগ উঠেছে, শিক্ষা বোর্ডের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা মাদকসেবনের জন্য ব্যবহার করছেন বিভিন্ন ভবনের কক্ষ। কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারাও পিছিয়ে নেই। তারাও মাদকে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। এমনকি রাজশাহী নগরী এবং জেলার বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা বাইরে থেকে এসে বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে মাদকসেবন করছেন। বাকি নেই দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীরাও। এসব কর্মচারীর মধ্যে অনেকেই মাদকসেবনের পাশাপাশি মাদকদ্রব্য বিক্রির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। এছাড়া বোর্ডে মাদকদ্রব্য সরবরাহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজর এড়িয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বোর্ডের চারটি ভবনকেই মাদকসেবনের নিরাপদ স্থল হিসেবে বেছে নিয়েছেন। যুগান্তরের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে এসব চাঞ্চল্যকর তথ্য। শিক্ষা বোর্ডের নতুন প্রশাসনিক ভবনে বসেন চেয়ারম্যান ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। এ ভবনে কর্মরত একজন উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, যিনি এর আগে ভাণ্ডার শাখার সহকারী সচিব ছিলেন। তার বিরুদ্ধে ঠিকাদারকে খাতা ওজনে বেশি দেয়ার সময় হাতেনাতে আটক হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় বোর্ড কর্তৃপক্ষ তদন্ত কমিটি করলেও এর প্রতিবেদন দুই বছরেও আলোর মুখ দেখেনি। এই কর্মকর্তা ফেনসিডিলে আসক্ত। একই ভবনে বসেন একজন উপসচিব। তিনি সেবন করেন ইয়াবা। আর গাঁজা টানার বিষয়টি অনেকটাই ওপেন সিক্রেট। রয়েছেন আরেক বিদ্যালয় পরিদর্শন শাখার কর্মকর্তা। তিনি গাঁজা, মদ ও ইয়াবায় আসক্ত। কম্পিউটার শাখার একজন সহকারী প্রকৌশলী আসক্ত ফেনসিডিল ও ইয়াবায়। এছাড়া কর্মকর্তা পর্যায়ের আরও অন্তত ১০ জন বিভিন্ন মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের চারতলায় ৪০০ থেকে ৪১০ নম্বর কক্ষ অতিথিদের জন্য বরাদ্দ রয়েছে। এসব কক্ষে অতিথি যখন না থাকেন সেই সময় সেখানে গিয়ে মাদকসেবন করেন কর্মকর্তারা। এসব কর্মকর্তাদের আচরণে মাদকসেবনের বিষয়টি স্পষ্ট হলেও এবং বোর্ডে কর্মরতরা বুঝতে পারলেও কেউ কিছু বলেন না। কারণ মাদকাসক্ত কর্মকর্তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই বর্তমান বোর্ড চেয়ারম্যানের ঘনিষ্ঠ বলে অভিযোগ রয়েছে। পুরাতন প্রশাসনিক ভবনে কর্মরত রয়েছেন দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীরা। এ ভবনে থাকেন দৈনিক মজুরিভিত্তিক কর্মচারীরাও। এ ভবনে কর্মরত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শাখার উচ্চমান সহকারী ফেনসিডিলে আসক্ত। এছাড়া দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে যারা মাদকে আসক্ত তাদের অধিকাংশই কর্মচারী ইউনিয়নের নেতা। কর্মচারী ইউনিয়নের শীর্ষ পদ থেকে শুরু করে সদস্যসহ অন্তত আটজন নেতা মাদকে আসক্ত। কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকরা বোর্ড ভবনে এসে মাদকসেবন করছেন। এর মধ্যে রয়েছেন– গোদাগাড়ীর পাকড়ি কলেজের একজন প্রভাষক, পবার দামকুড়া মহিলা কলেজের আরেকজন প্রভাষক, দুর্গাপুর উপজেলা সদরের একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং মোহনপুর উপজেলা সদরের একটি মহিলা কলেজের দু'জন শিক্ষক। মোহনপুরের ওই দুই শিক্ষক মাস দুয়েক আগে ইয়াবাসহ পুলিশের কাছে ধরা পড়েন। তাদের বিরুদ্ধে মামলাও রয়েছে। এছাড়া অন্তত ২০ জন শিক্ষক মাদকসেবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত রয়েছেন। কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাদক সরবরাহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেট।

> উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক থেকে শুরু করে কর্মচারীরা আসক্ত
>
> স্কুল ও কলেজের শিক্ষকরা বাইরে থেকে এসে মাদক সেবন করছেন

শিক্ষা বোর্ড ভবনকে মাদকসেবনের স্থান এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাদকাসক্তের অভিযোগ সম্পর্কে বোর্ড চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, বিষয়টি আমার জানা নেই। এছাড়া টয়লেট বা ভবনের ছাদ সিসি ক্যামেরার আওতায় নেই। এ কারণে ওই দুই স্থানে মাদকসেবন করা হয় কিনা, সেটা বলতে পারব না। তিনি বলেন, বিষয়টি আমি জানলাম। এ ব্যাপারে খোঁজ নেয়া হবে। আর কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী যদি মাদকাসক্ত হন, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেয়া হবে। কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।